الباب الثاني

نبذة من حياة الأئمة الأربعة وموقفهم من اتباع السنة

দ্বিতীয় অধ্যায়

চার ইমামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও সুন্নাহ্ অনুসরণে ইমামদের অবস্থান

প্রথম পরিচ্ছেদ

চার ইমামের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মহামতি ইমামদের জীবনী এখানে আলোচনা করা মূল উদ্দেশ্য নয়, শুধুমাত্র পাঠকদের কাছে তাঁদের জীবনী সম্পর্কে সামান্য কিছু ধারণা দেয়াই হলো উদ্দেশ্য, কারণ তাঁদের বিশাল আলোময় জীবন এ কয়েক লাইনে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। অতএব অতি সামান্নভাবে তাঁদের জীবনী সম্পর্কে সামান্য কিছু তথ্য তুলে ধরা হল।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম, উপনাম ও বংশ : নাম নু'মান, উপনাম আবু হানীফা। বংশনামা : "নু'মান বিন ছাবিত বিন যুত্বাই আল খায্যায আল কুফী।[৪৮] তিনি কাপরের ব্যবসায়ী ছিলেন, তাই আল খায্যায বলে পরিচিত এবং তিনি কুফা নগরীতে জন্মলাভ করেছেন ও সেখানে জীবন-যাপন করেছেন এজন্য আল-কুফী বলে পরিচিত। বংশগতভাবে তিনি আত্-তাইমী, অর্থাৎ তাঁর দাদা "যূত্বাই" রাবীয়া বংশের উপগোত্র বনী তাইমিল্লাহ বিন ছা'লাবার অধিনস্ত ছিলেন, এ সূত্রেই তিনি বংশগতভাবে আত্-তাইমী বলে পরিচিত।[৪৯]

জন্ম ও প্রতিপালন : বিশুদ্ধ মতে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) কুফা নগরীতে ৮০ হিঃ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কুফা নগরীতে প্রতিপালিত

---

[৪৮] তারীখে কাবীর লিল বুখারী- ৮/৮১ পৃঃ, তারিখে বাগদাদ- ১৩/৩২৩ পৃঃ, তাযকেরাতুল হুফ্ফায- ১/১৬৮ পৃঃ, সিয়ারু আলামিন্নুবালা ৬/৩৯০ পৃঃ, আল কামিল ফিত্তারীখ- ৫/৫৮৫ পৃঃ মিযানুল ই'তিদাল- ৪/২৬৫ পৃঃ, তাহযীবুত্তাহযীব- ১০/ ৪৪৯ পৃঃ ইত্যাদি।

[৪৯] আল-আন্সাব লিস্সাম আনী- ৫/১০৩ পৃঃ, আল মাজরুহীন- ৩/৬৩ পৃঃ।

হন এবং জীবনের শুরুতেই তিনি গার্মন্টেস ব্যবসায় পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন এবং সততার সাথে ব্যবসায় পরিচালনা করায় তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।[৫০]

শিক্ষা জীবন : ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) জীবনের প্রাথমিক পর্যায় ব্যবসায়ী কর্মে আত্মনিয়োগ করেন, শিক্ষা-দিক্ষায় মনোনিবেশ হননি। ইমাম শা'আবী (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাত ঘটলে তাঁর পরামর্শে তিনি শিক্ষামুখী হন। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) নিজেই বলেন : "আমি একদিন ইমাম শা'আবীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, তুমি কার কাছে যাচ্ছ? আমি তাকে উস্তায সম্বোধন করে বললাম যে, আমি বাজারে যাচ্ছি। ইমাম শা'আবী (রহ.) বললেন : "তোমার বাজারে যাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিনি, আমি জিজ্ঞাসা করলাম কোন আলিমের কাছে যাচ্ছ?" জবাবে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বললেন, "আসলে আলিমদের সাথে আমার যোগাযোগ খুবই কম।" ইমাম শা'আবী (রহ.) বললেন : "না তুমি এরূপ করো না, বরং তুমি শিক্ষামুখী হও এবং আলিমদের সাথে উঠাবসা শুরু কর, কারণ আমি তোমার মাঝে ভাল আলামত দেখছি।" ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন : ইমাম শা'আবীর এ উপদেশ আমার হৃদয়ে রেখাপাত করল, ফলে আমি বাজারে যাওয়া বন্ধ করলাম এবং জ্ঞান গবেষণামুখী হলাম। আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপদেশের মাধ্যমে আমাকে উপকৃত করেছেন।[৫১]

এভাবেই আবূ হানীফা (রহ.) শিক্ষা জীবন শুরু করেন। শিক্ষা জীবন শুরু করে তিনি কালাম শাস্ত্র ও তর্কবিদ্যা শিক্ষালাভ করে ভ্রান্ত মতবাদের প্রতিবাদে তর্ক সংগ্রাম চালিয়ে তার্কিক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। কিন্তু এ তর্ক চর্চা কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকাহ্ শাস্ত্রে বিঘ্নতা সৃষ্টি করলে তর্ক চর্চা বর্জন করে কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকাহ্ চর্চায় মনোনিবেশ করেন।[৫২]

ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) শিক্ষকবৃন্দ : ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ছোট বয়সে দু'একজন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেন, যেমন-

[৫০] তারিখে বাগদাদ ১৩/৩২৫ পৃঃ।
[৫১] মানাকিব আবী হানীফাহ লিল মাক্কী- ৫৪ পৃঃ।
[৫২] উকূদুল জিমান, ১৬১ পৃঃ।

আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু), কিন্তু তাদের কাছ থেকে তেমন কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি, কারণ তিনি প্রাথমিক যুগে ব্যবসায়ী কর্মে নিয়োজিত ছিলেন, অতঃপর ইমাম শা'আবীর অনুপ্রেরণায় দ্বীন শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন।[৫৩] ইমাম আল মিয্যী (রহ.) ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) যাদের কাছে শিক্ষালাভ করেছেন তাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে মোট পঞ্চাশ জন শাইখ এর নাম উল্লেখ করেন। নিম্নে তাদের প্রসিদ্ধ কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা হল :

১. হাম্মাদ বিন আবী সুলাইমান আল আশ্‌য়ারী (রহ.)।
২. যায়িদ বিন আলী আল হাশেমী (রহ.)।
৩. ইমাম আতা বিন আবী রাবাহ আল কারশী (রহ.)।
৪. আবদুল মালিক বিন আবিল মাখারিক আল মাসরী (রহ.)।
৫. আদী বিন ছাবিত আল আনসারী (রহ.)।
৬. ইমাম কাতাদাহ বিন দা'য়ামাহ আস সাদুসী (রহ.)।
৭. মুহাম্মদ বিন আলী আল হাশেমী (রহ.) ইত্যাদি।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর ছাত্রবৃন্দ : ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) হতে অনেক গুণীজন দ্বীনী জ্ঞান শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম মিয্যী (রহঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর ছাত্রদের বর্ণনা দিতে গিয়ে সত্তর জনের নাম উল্লেখ করেন।[৫৪] নিম্নে তাদের প্রসিদ্ধ কয়েক জন :

১. জারীর বিন আবদুল হামীদ আল কুফী (রহ.)।
২. হাম্মাদ বিন আবী হানীফাহ আল কুফী (রহ.)।
৩. আল হাকাম বিন আব্দুল্লাহ আল বালখী (রহ.)।
৪. ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক আল হানযালী (রহ.)।
৫. ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান আশ্‌শায়বানী (রহ.)।
৬. ইমাম নূহ বিন আবী মারয়াম আল মারওয়াযী (রহ.)।

৭. ইমাম ইয়াকুব বিন ইবরাহীম আবূ ইউসূফ আল কাযী (রহ.) ইত্যাদি।

---

[৫৩] উকূদুল জিমান, ১৬০ পৃঃ।
[৫৪] তাহ্‌যীবুল কামাল, ৩/১৪১৫ পৃঃ।

জ্ঞান গবেষণায় ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) : ইমাম কাবীসাহ বিন উকবাহ (রহ.) বলেন : "ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) প্রথম পর্যায়ে তর্কবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে বিদ'আতী বাতিল পন্থীদের সাথে তর্কে লিপ্ত হন, এভাবে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী তার্কিকে পরিণত হন। অতঃপর তিনি তর্কচর্চা বর্জন করে ফিকাহ্ ও সুন্নাহ চর্চায় লিপ্ত হন এবং একজন ইমামে পরিণত হন।"[৫৫]

ফিকাহ্ শাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) : ফিকাহ্ শাস্ত্রে আবূ হানীফা (রহ.)-এর অবস্থান ও অবদান সম্পর্কে বলার অপেক্ষা রাখেনা, কারণ তিনি ফিকাহ্ শাস্ত্রের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ইমাম সাহেবের অন্যতম ছাত্র ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (রহ.) বলেন, "ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) স্বীয় যুগে ফিকাহ্ শাস্ত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি ছিলেন"।[৫৬] তিনি সমযুগে প্রসিদ্ধ তাবেঈ যেমন- আত্বা বিন রাবাহ, নাফি, মাওলা ইবনু ওমার ও কাতাদাহ প্রভৃতি তাবেঈদের (রাহিমাহুমুল্লাহ) হতে ফিকাহ্ শাস্ত্রে পণ্ডত্ব অর্জন করেন।[৫৭] তাঁর হতেও অসংখ্য জ্ঞানপিপাসু ফিকাহ্ শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। তাবে ফিকাহ্ শাস্ত্রে ইমাম সাহেবের উল্লেখযোগ্য কোন রচিত গ্রন্থ পাওয়া যায় না।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ফিকাহ্ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্ব অর্জন করেন এবং বহু জ্ঞান পিপাসুকে ফিকাহ্ শিক্ষাদান করেন, কিন্তু প্রচলিত সমাজে যেমন- ইমাম সাহেবের বরাত দিয়ে প্রকাশ্য হাদীসকে বর্জন করে ফিকাহ্কে প্রাধান্য দেয়া হয়। ইহা কখনও ইমাম সাহেবের স্বভাব নয় এবং মাযহাবও নয়। "সুন্নাতে রাসূল ﷺ অনুসরণে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর অবস্থান" পরিচ্ছেদে আমরা এ বিষয়টি প্রমাণসহ আলোকপাত করব ইন্শাআল্লাহ।

হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) : ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) একশত হিজরীর পরে অর্থাৎ তাঁর বিশ বছর বয়সের পর তিনি হাদীস শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন এবং অনেক প্রসিদ্ধ আলিম হতে হাদীস

---

[৫৫] উকূদুল জিমান, ১৬১ পৃঃ।

[৫৬] সিয়ারু আলামিন্নুবালা, ৬/৪০৩ পৃঃ।

[৫৭] উসূলুদ্দীন ইন্দা ইমাম আবূ হানীফা, ৯৫ পৃঃ।

শিক্ষালাভ করেন।[৫৮] কিন্তু হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা খুবই নগন্য। এর দুটি কারণ হতে পারে,

প্রথম কারণ : তিনি হাদীস বর্ণনায় কঠোরতা অবলম্বন করতেন, অর্থাৎ হাদীস বর্ণনাকারীর পূর্ণ মুখস্ত বর্ণনাকেই শুধু মেনে নিতেন। ইমাম ইবনু সালাহ (রহ.) বলেন :

شدّد قوم في الرواية فأفرطوا، وتساهل فيها آخرون ففرطوا ومن التشدد مذهب من قال : لاحجة إلا فيما رواه الراوى من حفظه، وذلك مروى عن مالك و أبي حنيفة

"হাদীস বর্ণনায় একশ্রেণীর মানুষ কঠোরতা অবলম্বন করে সীমালজ্ঘন করেছেন, আবার আরেক শ্রেণী শিথিলতা অবলম্বন করে সীমালজ্ঘন করেছেন। কঠোরতার মধ্যে হল, যারা মনে করেন যে, বর্ণনাকারীর শুধু মুখস্ত বর্ণিত হাদীস ছাড়া অন্য হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না, ইহা ইমাম মালিক ও ইমাম আবূ হানীফার মত।"[৫৯]

দ্বিতীয় কারণ : ইমামের হাদীস বর্ণনা কম হওয়ার অপর কারণ হলো তিনি মাসআলা-মাসায়েলের গবেষণায় বেশী ব্যস্ত থাকতেন। হাদীস বর্ণনার সুযোগ হত না।

উকূদুল জিমান গ্রন্থের লিখক বলেন,

وإنما قلت الرواية عنه..... لاشتغاله عن الرواية باستنباط المسائل من الأدلة كما كان أجلاء الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهما يشتغلون بالعمل عن الرواية حتى قلت رواياتهم بالنسبة إلى كثرة إطلاعهم-

"ইমাম সাহেবের বিভিন্ন দলীলের মাসআলার গবেষণায় ব্যস্ততার দরুন হাদীস বর্ণনা কমে গেছে, যেমন- প্রসিদ্ধ সাহাবী আবূ বকর, ওমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সহ অনেকেই প্রচুর জানা-শুনা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন কাজে ব্যস্ততার দরুন হাদীস বর্ণনা করতে পারেন নি।"[৬০]

---

[৫৮] সিয়ারু আলামিন্নুবালা, ৬/৩৯৬ পৃঃ।
[৫৯] উলূমুল হাদীস- ১৮৫, ১৮৬ পৃঃ, (আত্‌তাকঈদ ওয়াল ইযাহ সহ)।
[৬০] উকূদুল জিমান- ৩১৯, ৩২০ পৃঃ।

অবশ্য এ ব্যস্ততার কারনে তিনি হাদীস সংরক্ষণেও তেমন গুরুত্ব দিতে পারেননি। ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন,

لم يصرف الإمام همته لضبط الألفاظ والأسانيد، وإنما كانت همته القرآن والفقه، وكذلك حال كل من أقبل على فن، فإنه يقصر عن غيره

"ইমাম সাহেব হাদীসের শব্দ ও সনদ বা সূত্র রপ্ত ও যব্ত করণে গুরুত্ব দিতে পারেননি, তাঁর গুরুত্ব ছিল কুরআন ও ফিকাহ্ শাস্ত্রে, বস্তুতঃ সকল ব্যক্তির এমনই অবস্থা হয়, এক বিষয়ে গুরুত্ব দিলে অপর বিষয় ঘাটতি হয়ে যায়।"[৬১]

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর নামে কিছু হাদীসের সংকলন উল্লেখ করা হয় এবং বলা হয় এগুলি ইমাম আবূ হানীফার (রহ.)। মূলতঃ ওই সব ইমাম সাহেবের সংকলন নয় বরং তাঁর অনেক পরে সেগুলি সংকলন করে তাঁর নামে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।[৬২] আল্লামাহ শাহ্ আবদুল আযীয দেহলবী হানাফী (রহ.) বলেন :

بل جمعها الجامعون بعد أزمنة متطاولة

"বরং সে গ্রন্থগুলো অনেক পরে বিভিন্নজন সংকলন করেছেন।"[৬৩]

ইমাম ইবনু হাজার আসকালামী (রহ.) বলেন :

وكذلك مسند أبي حنيفة توهم أنه جمع أبي حنيفة وليس كذلك...

"অনুরূপ মুস্নাদ আবী হানীফাহ ধারণা করা হয় ইহা ইমাম আবূ হানীফার সংকলন, আসলে তা নয়......।"[৬৪]

অতএব বলা যেতে পারে যে, ইমাম আবূ হানীফার নামে হাদীসের যে গ্রন্থগুলি উল্লেখ করা হয় সেগুলি হয়তবা ইমাম আবূ হানীফা হতে তাঁর ছাত্ররা শিক্ষালাভের পর যে হাদীসগুলি সংকলন করে তাঁর নামে প্রকাশ করেছেন, অথবা অতি ভক্তির কারণে নিজের সংগৃহীত হাদীস তাঁর নামে সংকলন করে প্রকাশ করা হয়েছে, ওয়াল্লাহ 'আলাম।

---

[৬১] মানাকিব আবী হানীকাহ ও সাহিবাইহী লিব্যাহাবী- ২৮ পৃঃ।
[৬২] উসূলুদ্দীন ইন্দা আবী হানীফা- ১০০-১০৭ পৃঃ।
[৬৩] বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, ৫০ পৃঃ।
[৬৪] তা'জীলুল মানফাআহ, ০৫ পৃঃ।

সঠিক আক্বীদা বিশ্বাসে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) : ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বাতীল আক্বীদা পোষণকারী জাহমিয়া, মুরযিয়া, মুতাযিলা ইত্যাদি সম্প্রদায়গুলির সাথে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন, হক প্রতিষ্ঠায় বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সঠিক আক্বীদা-বিশ্বাসে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। প্রায় সকল মাসআলায় তিনি একমত শুধু ঈমানের সংজ্ঞা, হ্রাসবৃদ্ধি বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার স্ব-সত্ত্বায় সর্বত্র বিরাজমান না হওয়া বরং আরশে সমুন্নত হওয়া এবং নিরাকার না হওয়া বরং তাঁর সুস্পষ্ট গুণাবলী সাব্যস্ত করাই হলো ইমামের আক্বীদা বিশ্বাস। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আজ যারা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মাযহাবের দুহাই দেয়, তারাই আবার ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর বিপরীত আক্বীদাহ-বিশ্বাস পোষণ করে। প্রকৃতপক্ষে তারা ইমাম আবূ হানীফার ফতোয়া অনুযায়ী মুসলমান থাকতে পারে না। কারণ- ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, "যে বিশ্বাস করে না যে আল্লাহ স্ব-সত্ত্বায় আরশের উপরে আছেন (অর্থাৎ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ স্ব-সত্ত্বায় সর্বত্র বিরাজমান) সে কাফির।"[৬৫]

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর আক্বীদাহ বিষয়ক পাঁচটি গ্রন্থ রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। প্রকৃত পক্ষে এগুলো ইমাম সাহেবের প্রতি শুধু সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তিনি এগুলো লিখেন নি। তবে "ফিক্হুল আকবার" নামে যে গ্রন্থটি ইমামের ছেলে হাম্মাদ (রহ.)-এর সনদে, সেটি অধিকাংশের মতে ইমাম সাহেবের সংকলন,[৬৬] ওয়াল্লাহু 'আলাম। মূল কথা ইমাম সাহেবের নিজের রচিত হোক বা তাঁর থেকে শুনে হাম্মাদের রচনা হোক সর্বাবস্থায় প্রমাণ করে যে, ইমাম সাহেবের এবং তাঁর ছেলে হাম্মাদ সঠিক আক্বীদাহ বিশ্বাসের উপর ছিলেন, যা হতে বর্তমানের হানাফী সমাজ পদস্খলিত হয়ে গেছে। আল্লাহ আমাদের সকলকে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে সঠিক আকীদার উপর থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন!

---

[৬৫] মুখ্তাসারু আলউ'লু ১৩৬ পৃঃ।

[৬৬] উসূলুদ্দীন ইনদা আবী হানীফাহ, ১১৫-১২৫ পৃঃ, আশ্শারহ আল মুয়াস্সার, ০৩ পৃঃ, শরহু কিতাব ফিকহুল আকবার, ০৫ পৃঃ, শরহুল আক্বীদাহ তাহাবীয়াহ, ১/২৬৬ পৃঃ।

সুন্নাহ অনুসরণে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর অবস্থান

ইমাম চথুষ্টয়ের প্রথম হলেন ইমাম আবূ হানীফা (৮০-১৫০ হিঃ) (রহ.)। সুন্নাহ অনুসরণে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর অবস্থান সম্পর্কে তাঁর শিষ্যগণ তাঁর একাধিক বক্তব্য বর্ণনা করেন, সকল বক্তব্যের মূল কথা হল ইমামদের সুন্নাহ পরিপন্থী মতামতের তাকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) বর্জন করে সহীহ হাদীস বা সুন্নাহ গ্রহণ করা অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে ইমাম সাহেবের কয়েকটি মূল্যবান বক্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন :

إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ

"কোন বিষয়ে যখন সহীহ হাদীস পাওয়া যাবে, জেনে রেখ সেটাই (সহীহ হাদীসই) আমার মাযহাব বা মত ও পথ"।[১৫৫]

ইমাম সাহেবের এ বক্তব্য সহীহ সনদে প্রমাণিত, তাঁর এ বক্তব্য তাঁর সততা, জ্ঞানের সচ্ছতা এবং আল্লাহভীরুতার এক জলন্ত প্রমাণ। এ কথায় প্রমাণিত হয় যে, তিনি নিজেও সহীহ হাদীস পরিপন্থী কোন কথা ও কাজে অটল থাকতে চাননি এবং কোন অনুসারীকে তা পালনে সম্মতিও দেননি। বরং যে যুগে ও যে স্থানে সহীহ হাদীস পাওয়া যাবে তাহাই ইমামের মত ও পথ বলে ঘোষণা দিয়ে সহীহ হাদীস বিরোধী কথা ও কাজ বর্জনের নির্দেশ জারি করেন।

তাঁর একথায় প্রমাণিত হয় যে, সত্যিই তিনি হক্ব ইমাম ছিলেন এবং জীবনে ও মরণে সর্বদায় হক্ব গ্রহণ করেছেন। তাই প্রচলিত মাযহাবের সহীহ হাদীস বিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য কখনও ইমাম সাহেবকে দোষারূপ করা সমিচিন হবে না। বরং ইমাম সাহেবের এ হক্ব বক্তব্য গ্রহণ না করে প্রচলিত মাযহাবের সহীহ হাদীস বিরোধী কথা ও কাজ ইমাম সাহেবের নামে প্রচার করে তা পালনীয় অপরিহার্য ফাতুয়া দিয়ে মাযহাবপন্থী আলিমরাই ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) উপর যুলম করেছেন। ইমাম সাহেব সহীহ হাদীস বিরোধী কর্মকাণ্ড হতে মুক্ত হতে চাইলেও গোঁড়া

---

[১৫৫] ইবনু অ'বিদীন- আল বাহর আর রায়িক এর হাশিয়ায়-১/৩৬ পৃঃ, এবং রাসমুল মুফতী-১/৪ পৃ:। শাইখ সালিহ আল ফুলানী- ইকাযুল হিমাম-৬২ পৃ:।

মাযহাবপন্থীরা তাঁকে মুক্ত হতে দিতে চায় না। আল্লাহ ইমাম সাহেবকে যেরূপ হেদায়াত দিয়েছেন, মাযহাব পন্থীদেরও সেরূপ হোদায়াত দান করুন। আমীন!

ইমাম সাহেব যেহেতু রাসূল ﷺ হতে অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের কাছে দীর্ঘদিন হাদীস শিক্ষার সুযোগ পান নি এবং সে যুগে প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থগুলিও সংকলণ হয়নি। তাই ইমাম সাহেবের এরূপ বক্তব্য সঠিক ও বাস্তব হওয়াই যুক্তি যুক্ত, কারণ হলো : তিনি রাসূল ﷺ হতে অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের কাছে দীর্ঘদিন হাদীস শিক্ষার সুযোগ পাননি। দ্বিতীয় কারণ হলো তাঁর যুগে প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থগুলিও সংকলিত হয়নি, যেমন সহীহ বুখারীর সংকলক ইমাম বুখারী (রহ.) জন্ম লাভ করেন ১৯৪ হিঃ। সহীহ মুসলিমের সংকলক ইমাম মুসলিম (রহ.) জন্ম লাভ করেন ২০৩ হিঃ, এমনিভাবে ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ (রাহিমাহুমুল্লাহ) ইত্যাদি সকলেই ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) মৃত্যুর ৪৪ বছর ও তারও পরে জন্ম গ্রহণ করেন, অত:পর তারা তাদের হাদীস গ্রন্থসমূহ সংকলণ করেন। তাই ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর শুভকামনা যে, এমন একদিন আসবে যেদিন হাদীস সংকলণ হবে, যঈফ (দূর্বল) হাদীস হতে সহীহ হাদীস চিহ্নিত হয়ে যাবে, তখন আর দূর্বল হাদীসের সমাদর থাকবেনা। সহীহ হাদীস উপস্থিত হলে ঈমানী দাবী হিসাবে শুধুমাত্র সহীহ হাদীসকেই আকঁড়ে ধরতে হবে। এ চিন্তা চেতনার আলোকেই তাঁর অমীয় বাণী “কোন বিষয়ে যখন সহীহ হাদীস পাওয়া যাবে, জেনে রেখ সেটাই (সহীহ হদীসই) আমার মাযহাব বা মত ও পথ।”

২। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন :

"لاَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِنَا مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ أَخَذْنَاهُ" وفي رواية : حَرَامٌ عَلى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ دَلِيْلِيْ أَنْ يُفْتِيَ بِكَلاَمِيْ" وزاد في رواية : "فَإِنَّنَا بَشَرٌ، نَقُوْلُ الْقَوْلَ الْيَوْمَ وَنَرْجِعُ عَنْهُ غَدًا" وفي أخري : "ويحك يا يعقوب ! (هو أبو يوسف) لاَ تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعُ مِنِّيْ، فَإِنِّيْ قَدْ أَرَى الرَّأْيَ الْيَوْمَ وَأَتْرُكُهُ غَــدًا، وَأَرَى الرَّأْيَ غَدًا وَأَتْرُكُهُ بَعْدَ غَدٍ"

"আমরা আমাদের কথাগুলি কোন্ দলীল হতে গ্রহণ করেছি ইহা অবগত হওয়া ছাড়া আমাদের কথা বা ফাতাওয়া গ্রহণ করা কারো জন্য বৈধ নয়"[১৫৬]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : "যে ব্যক্তি আমার দলীল অবগত নয়, তার পক্ষে আমার কথা অনুযায়ী ফতুয়া দেয়া সম্পূর্ণ হারাম।" এর সাথে অন্য বর্ণনায় বর্ধিত অংশ হল : "আমরা সাধারণ মানুষ আজকে এক ফাতাওয়া দেই, আবার আমীকাল তা প্রত্যাহার করে থাকি।"

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : তিনি স্বীয় শিষ্য ইয়াকূব ইমাম আবূ ইউসুফ কে বলেন : "সাবধান তুমি আমার কাছে যা কিছুই শুন, সবই লিখ না, কারণ আমি আজ এক সিদ্ধান্ত নেই, আবার আগামীকাল তা প্রত্যাখ্যান করি। আবার আগামীকাল এক ফাতাওয়া বা সিদ্ধান্ত নেই, তার পরের দিন তা প্রত্যাখ্যান করি।"[১৫৭]

আলোচ্য বক্তব্য হতে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম সাহেব দলীল ভিত্তিক ফাতওয়া প্রদানে সচেষ্ট ছিলেন। প্রয়োজনের তাগীদে কোন বিষয়ে কিয়াসের আলোকে ফাতওয়া দিলেও দলীল বিহীন ও কিয়াস ভিত্তিক ফাতওয়া অনুযায়ী অন্যকে ফাতওয়া প্রদানের অনুমতি দেন নি, বরং হারাম করে দিয়েছেন। এসব প্রমাণ করে যে, প্রচলিত হানাফী মাযহাবের সহীহ হাদীস পরিপন্থী ইমামের নামে ফাতওয়া সমূহ প্রচার প্রসার করা না জায়েয ও হারাম। কারণ এ সমস্ত সহীহ হাদীস বিরোধী মাসায়েল প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয় এবং ইমাম সাহেবের প্রতি মানুষের অশ্রদ্ধার সুযোগ করে দেয়া হয়, অথচ ইমাম সাহেব (রঃ) এক্ষেত্রে কতইনা সতর্ক ও সচেতন।

ইমাম আল্লামা মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রঃ) কতইনা সুন্দর কথা বলেছেন: "ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর যে সমস্ত কথা সহীহ হাদীস বিরোধী পাওয়া যায় সেগুলোর ক্ষেত্রে যদি ইমামের এরূপই অবস্থান

---

[১৫৬] ইবনু আব্দিল বার আল ইনতিকা-(الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء) গ্রন্থে ১৪৫ পৃঃ, ই'লামুল মুয়া'ক্কিঈন- ২/৩০৯ পৃঃ। ইবনু আবিদিন আল বাহর আল রয়িক এর হাশিয়ায়-৬/২৯৩ পৃঃ আশ্শারানী- আল মিযান- ১/৫৫ পৃঃ। শায়খ আল ফুলানী- ইকাযুল হিমাম- ৫২ পৃঃ ইমাম যুফার হতে সহীহ সনদে প্রমাণিত।

[১৫৭] শায়খ আলবানী (রহ.) সিফাতু সালাতিন্নবী ﷺ - ৪৭ পৃঃ

হয়, অর্থাৎ তিনি সহীহ দাহীস পেয়েও ইচ্ছাকৃত ভাবে এরূপ ফাতাওয়া প্রদান করেননি, বরং না পাওয়া অবস্থায় এরূপ ফাতওয়া প্রদান করেছেন। এটা অবশ্যই ইমাম সাহেবের গ্রহণযোগ্য ওজর। কারণ আল্লাহ তা'আলা সাধ্যের বাইরে কিছু চাপিয়ে দেননি। সুতরাং ইমাম সাহেবকে দোষারূপ করা কখনও জায়েয হবে না। বরং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভাল আচরণ প্রদর্শন করতে হবে, কেননা তিনি মুসলমানদের ঐসব ইমামদের অন্যতম যারা দ্বীনের জন্য অবদান রেখেছেন। বরং অপরাধ ও অবৈধ কর্মে লিপ্ত হয়েছে তারা যারা ইমামের সহীহ হাদীস বিরোধী কথাগুলো কোঠর ভাবে আঁকড়ে ধরে অথচ এগুলো ইমামের মাযহাব নয়। কারণ সহীহ হাদীসই হল তাঁর মাযহাব। অতএব ইমাম সাহেব হলেন এক প্রান্তে, আর ঐসব অনুসারীরা হল আরেক প্রান্তে।"[১৫৮]

৩। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন :

"إِذَا قُلْتُ قَوْلاً يُخَالِفُ كِتَابَ اللهِ تَعَالىٰ وَخَبَرَ الرَّسُوْلِ ﷺ فَاتْرُكُوْا قَوْلِي"

"আমি যদি এমন কথা বলি যা আল্লাহ তা'আলার কিতাব- কুরআন এবং রাসূল ﷺ এর হাদীসের বিপরীত বা পরিপন্থী হয়, তখন আমার কথাকে বর্জন কর (কুরআন ও হাদীসকে আঁকড়ে ধর)।"[১৫৯]

যিনি ইমামুল মুসলিমিন তিনি কিভাবেই বা বলতে পারেন যে, কুরআন ও হাদীস ছেড়ে আমার কথাকেই আঁকড়ে ধর। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অগ্রে কোন কিছু প্রাধান্য দিও না, আর আল্লাহকে ভয় কর।"[১৬০]

অতএব আল্লাহ ভীরু ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) অবশ্যই বলবেন যে, কুরআন ও হাদীস গ্রহণ কর এবং আমার কথা বর্জন কর। কিন্তু দুঃখের

---

[১৫৮] শায়খ আলবানী (রহ.) সিফাতু সালাতিন নাবী- ৪৭,৪৮ পৃঃ।

[১৫৯] শায়খ আল ফুলানী- ইকাযুল হিমাম-৫০ পৃ:।

[১৬০] সূরা আল হুজরাত- আয়াত ১।

বিষয় হল তথা কথিত হানাফী মাযহাব অনুসারী ভাইয়েরা ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) দুহাই দিয়ে সহীহ হাদীস বিরোধী ফাত্ওয়া আঁকড়ে ধরতে বদ্ধপরিকর। আল্লাহ্ আমাদের সকল গোঁড়ামী বর্জন করে কুরআন ও সহীহ হদীসের অনুসারী হওয়ার তাওফীক দান করুন! কোন ব্যক্তির অন্ধ অনুসারী না হয়ে ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) নির্দেশ উপদেশও অনুযায়ী কুরআন ও সহীহ হাদীস আঁকড়ে ধরার তাওফীক দান করুন! আমীন!

৪। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন :

"وَأَصْحَابُ أَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ مُجْمِعُوْنَ عَلٰى أَنَّ مَذْهَبَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ أَنَّ ضَعِيْفَ الْحَدِيْثِ عِنْدَهُ أَوْلٰى مِنْ الْقِيَاسِ وَالرَّأْىِ"

"ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর সকল অনুসারীরা একমত যে, ইমাম আবূ হানীফার মত হলঃ যঈফ (দূর্বল) হাদীস তাঁর কাছে কিয়াস ও অভিমতের চেয়েও অনেক উত্তম।"[১৬১]

কিয়াস ও অভিমতের চেয়ে যদি যঈফ হাদীস উত্তম ও প্রাধান্য যোগ্য হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে কিয়াস ও অভিমতের বিপরীত সহীহ হাদীস পেলে তা মানা অপরিহার্য ফরয। এবং **সহীহ হাদীস পেলে কিয়াস ও অভিমত** বর্জন করাও ফরয।

৫। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন :

"إِيَّاكُمْ وَالْقَوْلَ فِيْ دِيْنِ اللهِ بِالرَّأْىِ، وَعَلَيْكُمْ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ، فَمَنْ خَرَجَ عَنْهَا ضَلَّ"

"সাবধান! তোমরা আল্লাহর দ্বীনে নিজেদের অভিমত প্রয়োগ করা হতে বিরত থাক। সকল অবস্থাতেই সুন্নাহর অনুসরণ কর। যে ব্যক্তি সুন্নাহ হতে বের হবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।"[১৬২]

ইমাম সাহেবের এ বক্তব্য মানুষের হিদায়াত ও পথভ্রষ্টতার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে। অর্থাৎ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে থাকাই হল হিদায়াত।

---

[১৬১] ইবনুল কাইয়্যিম- ই'লুল মুয়াক্কিঈন- ১২/৮২ পৃ:।

[১৬২] শা'রানী- মীযানে কুবরা-১/৯ পৃ:।

আর সুন্নাহ বর্জন করে কোন ব্যক্তি, দল, তারীকা ও মাযহাবের অনুসরণ করাই হল যলালাত বা পথভ্রষ্টতা। ইমাম সাহেবের এ বক্তব্যের পরও কিভাবে তাঁর দুহাই দিয়ে সহীহ হাদীসকে বর্জন করে মাযহাবী গোঁড়ামির আশ্রয় নিয়ে থাকে? আল্লাহ আমাদের হিদায়াত দান করুন এবং সকল মত ও পথ বর্জন করে শুধু কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণের তাওফীক দান করুন! আমীন!

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) সম্পর্কে আলিম সমাজের প্রশংসা : ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় অনেকেই প্রশংসা করেছেন, যেমন-

১. ইমাম আহমাদ বিন হামল (রহ.) বলেন : "ইমাম সাহেব শিক্ষা, আল্লাহ ভীরুতা ও আখিরাতমুখী হিসাবে এক বিশেষ অবস্থানে ছিলেন। আবূ জাফর আল মানসুরের কাজী বা বিচারকের পদ গ্রহণের জন্য তাঁকে প্রহার পর্যন্ত করা হয়েছে তবুও তিনি তা গ্রহণ করেননি, আল্লাহ তাকে বিশেষ রহম করুন।"[৬৭]

২. ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন : "যদিও মানুষেরা ইমাম আবূ হানীফার কিছু বিষয়ে বিরোধিতা করেছেন এবং অপছন্দ করেছেন, কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধিতে কারো কোনরূপ সন্দেহ নেই।"[৬৮]

৩. ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন : "ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) একজন বিশিষ্ট আলিম, গবেষক, সাধক ও ইমাম ছিলেন। তিনি বড় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, রাজা-বাদশাহ্দের কোন পুরস্কার গ্রহণ করতেন না।"[৬৯]

ইমামের মৃত্যুবরণ : মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী ইমাম আবূ হানাফী (রহ.) ১৫ই শাবানে ১৫০ হিঃ, ৭০ বছর বয়সে পরপারে পাড়িজমান, এবং বাগদাদের গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।[৭০] আল্লাহ তাঁকে রহম করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুন। আমীন!

---

[৬৭] উকূদুল জিমান, ১৯৩ পৃঃ।
[৬৮] মিনহাজুম সুন্নাহ, ২/৬১৯ পৃঃ।
[৬৯] তাযকিরতুল হুফ্ফায, ১/১৬৮ পৃঃ।
[৭০] আল ইন্তিকা, ১৭১ পৃঃ।